বেঙ্গল পরম্পরা
সংগীতালয়

বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে উচ্চতর রুচি ও মনন তৈরি করা এবং সংস্কৃতি সাধনার বহুমুখি ধারার মধ্য দিয়ে জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা। বাঙালি সংস্কৃতির মূলস্তম্ভ বাংলা গান। বাংলা গানকে সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার ভিত আরো শক্ত করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি, শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চায় নবীনদের উদ্বুদ্ধ করলে বাংলা গানের ভবিষ্যৎ পথচলা সুগম হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিবেদিত প্রাণ অনেক শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীর নাম, যাঁরা জন্মসূত্রে বা পারিবারিকসূত্রে এদেশেরই মানুষ। তাঁদের আলোকিত উত্তরাধিকার আমাদেরও। সেই ঐতিহ্য ও সংগীত আবহের সঙ্গে নবীন প্রজন্মকে পরিচিত করাতেই ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষায়তন 'বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়'। গুরু-শিষ্য পরম্পরা পদ্ধতিতে উপমহাদেশের উচ্চাঙ্গসংগীতের বিশিষ্ট গুরুদের তত্ত্বাবধানে এই সংগীতালয়ে শিক্ষাদান করা হয়।

নানা প্রতিকূলতার মুখেও এদেশের ছেলেমেয়েদের যে স্বাভাবিক মেধা ও আগ্রহ রয়েছে তাকে পূর্ণতা দান করতেই সযত্নে ছাত্রছাত্রী বাছাই করা হয়। বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়ে বিনামূল্যে পাঠ, আহার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভাতার সুবিধা রয়েছে। এই প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে আমরা আশা করি, কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে তৈরি হবে বিশ্বমানের নবীন শিল্পী।

> "সাধারণ মানুষ সংগীত উপভোগ করে তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি ও পছন্দ অনুসারে; অনভিজ্ঞরা শোনে বাসনা ও বিস্ময় নিয়ে। অন্যদিকে সাধুসন্ত বা সুফিদের কাছে সংগীত হলো স্রষ্টার দান ও মহিমা এবং গুপ্ত অধ্যাত্ম রহস্যবাদীদের কাছে সংগীতের অর্থ ধ্যান। অধ্যাত্ম সাধনায় যাঁরা নিমগ্ন তাঁরা সংগীতের মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে স্পর্শ করতে পারেন; স্রষ্টা তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন সংগীতের ভেতর দিয়ে।"
>
> - আবু হাফ্স সুহরাওয়ার্দি
> কবি ও সুফি সাধক, দ্বাদশ শতক, পারস্য

মনোযোগে উন্নতি সাধিত হয়
কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণে উন্নতি হয়
শোনার ক্ষমতা বাড়ে
মনে রাখা ও বুঝতে পারার ক্ষমতা বাড়ে
শরীর ও মনের ভারসাম্য রক্ষা হয়

পণ্ডিত উলহাস কশলকার

বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে আসা-যাওয়ার মাঝে আমি অনুভব করেছি, এদেশের মানুষ অসম্ভব সংগীতপ্রিয়। আমাদের সংগীতালয়ে শিক্ষার্থীরা অনেক ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। আমার বিশ্বাস, কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এক-একজন সুযোগ্য শিল্পী হয়ে উঠবে। তাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ রইল।

পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী

বাংলাদেশ আমাদের যেসব কিংবদন্তি শিল্পী উপহার দিয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম বাবা আলাউদ্দিন, বাহাদুর হোসেন খাঁ, আলী আকবর খাঁ এবং বিলায়েত খাঁ। তাঁদের অবদান শিল্প ও সংগীতে মহত্তম অর্জনের পথ প্রশস্ত করেছে। শাস্ত্রীয় সংগীতের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পুনরায় সুযোগ সৃষ্টি করেছে 'বেঙ্গল পরম্পরা সংগীতালয়'।

ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ

আমি মনে করি, গুরু-শিষ্য পরম্পরা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত লাভজনক হবে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন শাস্ত্রীয় সংগীত সংরক্ষণ ও জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া

আমি সবসময়ই শুনে এসেছি যে, বাংলাদেশের মানুষ বাঁশি শুনতে খুব ভালোবাসে। এমনকি বাঁশি শুনতে না পেলে তাদের দিনটিই অপূর্ণ থেকে যায়। এই জেনে আমি পরিতৃপ্তি লাভ করেছি।

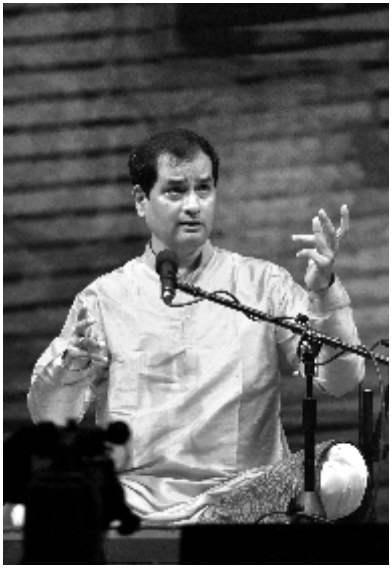

গুরুকুল

পণ্ডিত উলহাস কশলকার (খেয়াল), প্রধান গুরু
পণ্ডিত সুরেশ তালওয়ালকার (তবলা)
পণ্ডিত কুশল দাস (সেতার)
পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার (সরোদ)
পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকার (ধ্রুপদ)

সঞ্জীবনী কশলকার, শিক্ষকমণ্ডলী সহযোগী

কৌশিক মুখার্জী, সরোদ শিক্ষক
কল্যাণজিৎ দাস, সেতার শিক্ষক

উপদেষ্টা পরিষদ

ওস্তাদ শাহাদাত হোসেন খান, বিশিষ্ট সরোদশিল্পী
শামীমা পারভীন, সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়
ড. রেজোয়ান আলী, শিক্ষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ড. অসিত রায়, শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রিয়াংকা গোপ, শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইউসুফ খান, বিশিষ্ট সরোদশিল্পী
ফিরোজ খান, বিশিষ্ট সেতারশিল্পী

সাধারণ জিজ্ঞাসা

ভর্তি হতে চাইলে পরীক্ষা দিতে হবে?
হ্যাঁ, গুরুদের সামনে গানের পরীক্ষা দিতে হয়। সংগীতপ্রতিভা, মৌলিক জ্ঞান, শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ ও অঙ্গীকার বিবেচনা করে সংগীতালয়ে প্রতিবছর অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো বয়সসীমা আছে?
হ্যাঁ। অপেক্ষাকৃত নবীনদের গান শেখাতে আগ্রহী আমরা। ন্যূনতম বয়স ৬, ঊর্ধ্বে ৩০। তবে মেধা ও শাস্ত্রীয় সংগীতে মূল শিক্ষা বিবেচনা করে ভর্তির বিষয়ে গুরুদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

কখন ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়?
বছরে একবার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পত্রিকা, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে অডিশনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান করা হয়। এছাড়া নিজ উদ্যোগে সংগীতালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বিশেষ ক্ষেত্রে মেধা বিবেচনা করে বছরের অন্যান্য সময়েও স্বল্পপরিসরে অডিশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ভর্তি হতে কত টাকা লাগে? মাসিক ফি কত?
সংগীতালয়ে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা হয়। রেজিস্ট্রেশন, অডিশন, ভর্তির জন্য কোনো ফি ও মাসিক ফি কোনোটাই প্রযোজ্য নয়।

কোর্স কতদিনের?
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মেধা ও অগ্রগতি বিবেচনা করে শিক্ষার মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।

কোনো সার্টিফিকেট কি দেওয়া হয়?
বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

ক্লাসের সময় কী?
মাসে অন্তত সাতদিন গুরুদের উপস্থিতিতে সংগীতালয়ে সারাদিন ক্লাস করতে হয়। এছাড়া অনুশীলন ও বাড়তি ক্লাসের ব্যবস্থা আছে।

একই সঙ্গে অন্য গুরুর কাছে তালিম নেওয়া যাবে?
গুরু-শিষ্য পরম্পরা পদ্ধতির প্রধান শর্ত একই গুরুর কাছেই ধারাবাহিকভাবে তালিম নেয়া। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সংগীতালয়ে শুরু থেকে যে গুরুর অধীনে তালিম নেবে, তাঁর কাছেই শিক্ষা শেষ করবে।

আমি কি অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারব?
গুরু-শিষ্য পরম্পরা পদ্ধতিতে গুরুই সিদ্ধান্ত নেন শিক্ষার্থী কখন বাইরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। গুরুর অনুমতি ছাড়া সংগীতালয়ের শিক্ষার্থীরা বাইরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।

ভবিষ্যতে আমরা বড় কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারব কি?
গুরু যখন শিক্ষার্থীর অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হবেন তখন তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে দেশে ও বিদেশে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

স্কলারশিপের ব্যবস্থা কি আছে?
প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন পরীক্ষায় পাশ করলে তারা মাসিক ভাতার জন্য আবেদন করতে পারেন। উপস্থিতি ও মূল্যায়ন পরীক্ষার গ্রেড বিবেচনা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়।

ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য কি কোনো সুযোগ-সুবিধা আছে?
প্রথম বছর মূল্যায়ন পরীক্ষায় পাশ করলে উপস্থিতি এবং পরীক্ষার গ্রেডের ভিত্তিতে পরের বছর শিক্ষার্থীরা আবাসন ভাতার জন্য আবেদন করতে পারেন।

বিশেষ সুযোগ-সুবিধা

- স্কুলে হারমোনিয়াম, সেতার, সরোদ, তানপুরা, তবলাসহ পর্যাপ্ত বাদ্যযন্ত্র মজুদ আছে এবং সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিচ্ছন্ন ক্লাসরুম
- সকাল ও বিকেলে চা এবং দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা আছে

কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে

বেঙ্গল সেন্টার : প্লট ২, সিভিল এভিয়েশন
নিউ এয়ারপোর্ট রোড, খিলক্ষেত, ঢাকা ১২২৯
ফোন : ০৯৬৬৬ ৭৭৩৩১১, ০১৮৪৪ ০৫০ ৫৭৪
ইমেইল : bps@bengalfoundation.org

www.bengalfoundation.org/music

বেঙ্গল ফাউন্ডেশন